ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৯৪ ● কলকাতা ● ২৪ চৈত্র, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০৭ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

'রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ দায়ী'! ২৬,০০০ চাকরি বাতিল কাণ্ডে এবার বোমা ফাটালেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

'রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ দায়ী'! ২৬,০০০ চাকরি বাতিল কাণ্ডে এবার বোমা ফাটালেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ২০১৬ সালের এসএসসির সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রেখেছে শীর্ষ আদালত । যোগ্য-অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব হয়নি, সেই

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

চাকরিহারাদের সমাবেশে বিকল্প বার্তা মমতার, ভেস্তে দিতে ষড়যন্ত্র, শঙ্কিত কুণাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সুপ্রিম কোর্টের কলমের খোঁচায় চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার! তাঁদের ভবিষ্যত কী? সেই রূপরেখা ঠিক করতেই সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিচ্যুতদের সমাবেশে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই সমাবেশেও বিরোধীদের উসকানিতে অশান্তি ছড়ানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে!আচমকাই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। তার মোকাবিলা কীভাবে হবে, সেই আলোচনা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে আগামী ৭ তারিখ সমাবেশের আয়োজন করেছেন সদ্য চাকরিহারা ২৬ হাজার শিক্ষক। সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নিয়েও কর্মহীনদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আগামী তিন

এরপর ৩ পাতায়

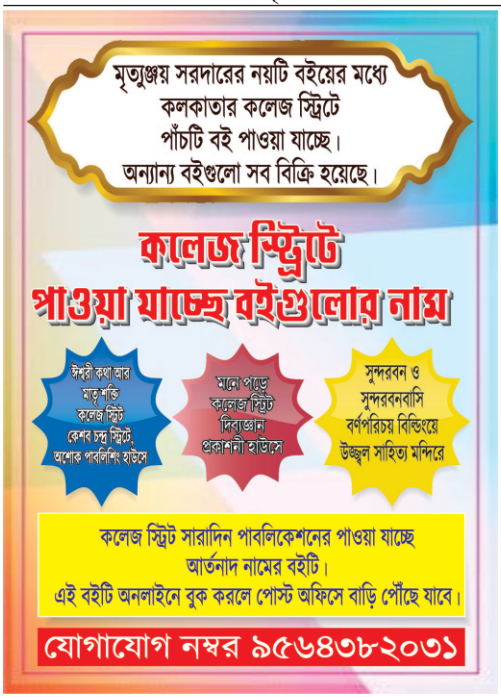

'স্পেশ্যালি ভাঙড় ডিভিশন.', রামনবমীতে বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে কী বললেন সিপি?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রামনবমীতে বাংলার একাধিক জায়গায় ধরা পড়েছে সম্প্রীতির ছবি। দেখা গিয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও রামনবমীতে অংশগ্রহণকারীদের মিষ্টি-লাড্ডু বিতরণ করছেন, জল খাওয়াচ্ছেন। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ভাঙড়ের বেশ কিছু জায়গায় ধরা পড়েছে এই ছবি। আর এই বিষয়টিও প্রশংসা করলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভর্মা।উল্লেখ্য, ভাঙড়ে রামনবমীর মিছিলে হাঁটতে দেখা যায় শওকত মোল্লা। নিজের হাতে রাম পূজার ভোগও রান্না করেন তিনি। ভাঙড়ের বোদরাতে ঘটা করে রামনবমী পালন করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙরের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা।বললেন, "এটাই তো চাই। সবাই ভালভাবে সেলিব্রেশন করুন।" বিশেষ করে ভাঙড়ের কথা বলেন সিপি।

রবিবার সকালে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে কাশীপুরে রাস্তায় নামেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভর্মা। সঙ্গে ছিলেন পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারাও। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে রামনবমীর শুভেচ্ছা জানান সিপি। সিপি বলেন, "সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। অনেক জায়গাতেই মিছিল বেরিয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত খবর পেয়েছি, ৬-৭ টা মিছিল শেষ হয়েছে। কোথাও কোনও অশান্তির খবর পাইনি। দুপুর তিনটে থেকে অনেক জায়গাতেই মিছিল বেরোবে। সব জায়গাই সিনিয়র অফিসারকে ঘুরে দেখেছেন।"

রামনবমীতে সম্প্রীতির ছবি তুলে ধরতে সিপি বলেন, "ভালভাবেই সিলেব্রেশন হচ্ছে। এটাই চাই। কোথাও কোথাও ভাল ছবি দেখলাম। স্পেশ্যালি ভাঙড় ডিভিশনে, সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের লোক এসে জল খাওয়াচ্ছে, মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। এগুলোই দরকার।"

হাওড়ায় অস্ত্র নিয়ে মিছিলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন কলকাতা হাইকোর্ট। সে প্রসঙ্গে সিপি বলেন, "কোথাও অস্ত্র দেখলে, আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে ফোর্সকে বলা আছে। তবে মনে হয় না, হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য কোথাও হবে।"

হাওড়ায় অস্ত্রমিছিল করল তৃণমূলঘনিষ্ঠ সংগঠন, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, দাবি বিধায়কের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিজেপিঘনিষ্ঠ ২ সংগঠনের মিছিলে ধাতুর তৈরি কোনও অস্ত্র নিয়ে হাঁটা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই হাওড়া শহরেই তৃণমূলঘনিষ্ঠ সংগঠনের রামনবমীর মিছিলে দেখা গেল অস্ত্র। রবিবার হাওড়ার খটিক সমাজের রামনবমীর মিছিলে তলোয়ার হাতে হাঁটতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে।

রামনবমীর সকালে হাওড়ার কদমতলা থেকে রামরাজাতলা রামমন্দির পর্যন্ত মিছিল থেকে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'ধর্মকে রক্ষা করতে হলে অস্ত্র হাতে তুলতেই হয়। আমরা হিন্দুরা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু বারবার

এরপর ৩ পাতায়

রামনবমী উদযাপনের জন্য লাগানো মাইক খুলে নিল খোদ যোগীর পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রামনবমীতে খোদ রামরাজ্যে বাজানো যাবে না মাইক! অতিরিক্ত আওয়াজে বাজায় সাউন্ড সিস্টেম খুলে দিল পুলিশ! প্রতিবাদে কার্যত রণক্ষেত্র চেহারা নিল কানপুরের রাওয়ায়পুর এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী।উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশে ধর্মস্থানে তারস্বরে মাইক বাজানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সম্প্রতি যোগী জানিয়ে দেন, মন্দির, মসজিদে লাউডস্পিকারের শব্দ যেন বাইরে না আসে। মন্দির, মসজিদের প্রার্থনার শব্দ তার ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকা কাম্য। তিনি বলেন, ধর্মস্থানে প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে মাইক, লাউডস্পিকার বাজতেই পারে, কিন্তু তার শব্দ মন্দির, মসজিদের বাইরে আসা চলবে না। মুখ্যমন্ত্রী একথা বলার পরই রাজ্যে মন্দির, মসজিদ মিলিয়ে ১৭ হাজার ধর্মস্থানে লাউডস্পিকারের শব্দের মাত্রা কমিয়ে অনুমোদিত সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। মূলত মসজিদের লাউডস্পিকারের কথা মাথায় রেখে ওই নিয়ম চালু হলেও এবার হিন্দুদের উৎসবেও বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওই নিয়ম।শনিবার কানপুরের রাওয়াতপুর এলাকায় রামনবমী পালনের আগে ডিজে বাজানো শুরু করে স্থানীয় একটি হিন্দু সংগঠন।কিন্তু তাতে আপত্তি জানায় স্থানীয় প্রশাসন। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে মাইকের আওয়াজ কমিয়ে দিতে বলা হয় উদ্যোক্তাদের। কিন্তু তাঁরা তাতে রাজি হননি। শেষে বাধ্য হয়ে মাইকগুলি খুলে নিয়ে চলে যায় পুলিশ। প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে দেয় ওই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। পরে বিক্ষোভে যোগ দেন স্থানীয়রাও।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। স্থানীয় বিধায়ক রাহুল বাচা শঙ্করও ঘটনাস্থলে যান। তিনি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাসের পর বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এখনও এলাকায় চাঁপা উত্তেজনার পরিবেশ বজায় রয়েছে। এখনও এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে রাখা হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

'রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ দায়ী'! ২৬,০০০ চাকরি বাতিল কাণ্ডে এবার বোমা ফাটালেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

কারণে চাকরিহারা হয়েছেন সকলে। এই আবহে মুখ খুললেন সিপিএম নেতা তথা প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ।এদিকে সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের এসএসসির সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করার পরেই বিকাশরঞ্জনকে নিশানা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার মমতা ও রাজ্য সরকারকে পাল্টা দুষলেন এই প্রবীণ আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা। ২৫,৭৫২ জনের চাকরিহারা হওয়ার জন্য রাজ্যকেই দুষেছেন তিনি।একটি সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রবীণ আইনজীবী বলেন, 'গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াই দুর্নীতিগ্রস্ত। প্রক্রিয়া যখন জন্ম থেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তখন তার ফসল হিসেবে কে যোগ্য, কে অযোগ্য সেটা নির্ণয় করার কোনও প্রয়োজনই নেই। সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই দরকারও পড়ে না'।

সিপিএম নেতা দাবি করেন, আদালত বারংবার বলেছে যে পদ্ধতিতে নিয়োগ হয়েছে সেটাই ভুল। তাতেই জালিয়াতি হয়েছে। অতএব কারা সেই জালিয়াতির ফাঁদে জড়িয়েছেন, কারা তাঁদের মধ্যে যোগ্য, কারা অযোগ্য সেটা বাছাই করা আদালতের দায়ই নয় বলেন তিনি।

এত হাজার হাজার চাকরি বাতিলের জন্য রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেছেন বিকাশরঞ্জন। তাঁর কথায়, 'রাজ্য সরকার যদি একমাত্র প্রথমেই বলত যে তাদের ভুল হয়ে গিয়েছে, আমরা স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করব, তাহলে এই সমস্যাই হতো না। আজ যে মানবিকতা, দুঃখের কথা উঠছে, চাকরিহারাদের কেউ কেউ আত্মহননের কথা চেষ্টা করছেন, এর জন্য রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ দায়ী'।

প্রবীণ আইনজীবীর কথায়, রাজ্যের ভূমিকা আদতে অভিভাভকের মতো। সাংবিধানিকভাবে তাদের যে ভূমিকা পালন করার কথা ছিল, তারা সেটা করেনি। 'তারা দুর্নীতিটাকেই লালন করতে চেয়েছে। এখানে তো আদালতের কিছু করার নেই', দাবি করেন তিনি।

বিকাশরঞ্জন বলেন, এই ঘটনার মূল দোষী মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীই সগর্বে ঘোষণা করেছেন অবৈধ চাকরি হলেও তিনি টিকিয়ে রাখবেন। সব জানার পরেও যিনি বলেন কারোর চাকরি যাবে না, তাঁকে কী বলা যাবে! তিনিই এক ও একমাত্র দায়ী!

(১ম পাতার পর)

চাকরিহারাদের সমাবেশে বিকল্প বার্তা মমতার, ভেস্তে দিতে ষড়যন্ত্র, শঙ্কিত কুণাল

মাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ হবে। এই দুঃসময়ে যাতে কেউ ভেঙে না পড়েন, সেই মানবিক সমর্থন জানাতেই তাঁর ওই সমাবেশে যোগদান। মনে করা হচ্ছে, ওইদিন পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখাও ঠিক করবেন চাকরিহারারা। মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্যোগকে ভেস্তে দিতেই বিরোধীরা অক্সফোর্ডের অনুষ্ঠানের মতোই এখানেও গণ্ডগোল করার চেষ্টা করতে পারে বলে মনে করছে তৃণমূল।এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা প্রকাশ করেন কুণাল। তাঁর কথায়, "চাকরিহারাদের সংকটজনক মুহূর্তে বিকল্পপথ খোঁজার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭ সেপ্টেম্বর চাকরিহারাদের সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। দয়া করে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দিচ্ছেন, তা শুনুন। আমাদের কাছে একাধিক সূত্রে খবর আসছে,কালকের সভায় বিরোধী দলের একাংশের মদতে পরিকল্পিতভাবে প্ররোচনা দিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করা হতে পারে।" তাঁর আরও সংযোজন, যে বিরোধী দলগুলি চাকরি খাওয়ার রাজনীতি করে, তাঁরা চায় না বিকল্প পথ খোঁজা হোক। চায় না সমস্যার সমাধান হোক। বিরোধী চক্রান্তকারীরা চায় না মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা সবার কাছে পৌঁছে যাক।" কুণাল আরও জানান, "একাধিক সূত্র মারফত আমাদের কাছে খবর এসেছে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে, বিভ্রান্ত করে ওখানে কিছু কিছু লোক ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গেটে গণ্ডগোল করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ছোট ছোট গ্রুপ করে লোক ঢোকানো হবে যাতে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা কেউ শুনতে না পান।" পরিশেষে তাঁর অনুরোধ, "সিপিএম, বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দেবেন না। ওঁরা আপনাদের সমস্যার জট খুলতে আসবে না।

(২ পাতার পর)

হাওড়ায় অস্ত্রমিছিল করল তৃণমূলঘনিষ্ঠ সংগঠন, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, দাবি বিধায়কের

যদি আঘাত আসে, ধর্মের অপমান করা হয়, তখন আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তো তুলতেই হবে।' তিনি তৃণমূলকে নিশানা করে আরও বলেন, 'ইদের দিন হিন্দু ধর্মকে 'গন্দা ধর্ম' বলা হয়েছিল। হিন্দুত্ব নিয়ে তাঁদের কিছু বলা সাজে না।'

অংশগ্রহণ করেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীও। তাঁর সাফাই, এটা ৮০ বছরের ঐতিহ্য।

রামনবমীতে অস্ত্র মিছিলের বিরোধিতায় বারবার সরব হয়েছে তৃণমূল। এবার সেই তৃণমূলের বিধায়কই হাঁটলেন অস্ত্রমিছিলে। রবিবার উত্তর হাওড়ায় খটিক সমাজের রামনবমীর মিছিলের সামনে দেখা যায় অস্ত্র। সেই মিছিলে হাঁটেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীও। প্রশ্ন উঠছে, আদালতের নিষেধাজ্ঞা মানা হচ্ছে কি না এব্যাপারে বিজেপিঘনিষ্ঠ সংগঠনের ওপর পুলিশ চিলের মতো নজর রাখলেও তৃণমূলঘনিষ্ঠ সংগঠনকে ছাড় কেন?

খটিক সমাজের রামনবমীর শোভাযাত্রার অন্যতম উদ্যোক্তা বিবেক সোনকার বলেন, 'আমি আমাদের ঐতিহ্যবাহী রাম উপাসকদের কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা ১৯৪৫ সাল থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আজ শক্তি পূজার দিন। বিগত ক'দিন ধরে নানা রকম প্রতিবাদ হলেও আমরা সার্বদুর্গা পূজার এই উৎসবকে সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে চাই।'

তিনি আরও বলেন, 'আজ আপনারা দেখেছেন, মুসলিম ভাইয়েরা হাতজোড় করে হাঁটছেন, আমাদের জন্য ঠান্ডা জল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এটা এক অসাধারণ সম্প্রীতির ছবি। যারা এই ঐতিহ্য বোঝে না, তারা নিজের ধর্মকেই অপমান করছে। ঈশ্বর তাদের সঠিক জ্ঞান দিন।'

উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, 'এই শোভাযাত্রা বহু প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। এখানে কেবলমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রই ব্যবহার হয়। প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই এই আয়োজন হয়। আমি বহুবার এই যাত্রায় অংশ নিয়েছি। এটা আমাদের সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঐতিহ্য।'

সম্পাদকীয়

ধুমধামে রামনবমী পালন তৃণমূলেরও

রাম নিয়ে রাজনৈতিক টানাটানি! এবছর রামনবমীতে তারই সাক্ষী রইল বাংলা। একদিকে যেমন অস্ত্র হাতে রাস্তায় নেমে বাহুবল প্রদর্শনে উদগ্রীব গেরুয়া শিবিরের নেতারা, উলটোদিকে শাসকদলের নেতানেত্রীরা শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা করেছেন। বার্তা দিয়েছেন সম্প্রীতির।কলকাতার ঠনঠনিয়ায় পাশে সংখ্যালঘুদের নিয়ে রামনবমীর মিছিলে হাঁটলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, "এই বাংলা সবসময় উৎসবের পক্ষে। যে যার ধর্ম পালন করবে, কিন্তু উৎসব সবার জন্য। আমরা তাই সবাইকে নিয়ে আজ মিছিলে নেমেছে। এটাই বাংলার আসল ছবি।"রবিবার সকাল সকাল বীরভূমে মিছিলে নামে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। সাংসদ শতাব্দী রায়, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীরা নেতৃত্ব দিলেন মিছিলে। শিলিগুড়িতে রামপুজোয় অংশ নিলেন মেয়র গৌতম দেব। হুগলির চুঁচুড়ায় কীর্তনের দলের সঙ্গে মিছিল করলেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। অন্যদিকে, কলকাতায় রামমন্দিরে পুজো দেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। কলকাতা লাগোয়া ভাঙড়ে আবার রামনবমীর মিছিলে অংশ নিলেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। ছাব্বিশের আগে রামনবমীর মতো উৎসব বেশ ভালোভাবেই উদযাপন করল শাসক শিবির।

অস্ত্রের ঝনঝনানি নয়, শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা দিতে কীর্তনের দল নিয়ে রবিবার পথে নামলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। সেখানে রাম, সীতা বেশে দু'জনকে দেখাও গেল সেখানে। অসিত মজুমদারের কথায়, "আমাদের মিছিলে কোনও অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখতে পাবেন না। আমাদের মিছিল মানুষের মাঝে শান্তির বার্তা পৌঁছে দেবে। হিংসা করে কোনও সামাজিক উন্নয়ন হয় না। দেবতাদের কাছে নতজানু হয়ে, সমাজকে সুস্থ রাখার, সমস্ত মানুষকে ভালো রাখার আশীর্বাদ নিতে হয়। অস্ত্র দিয়ে ঝনঝনানি করে নয়।"

শুধু বিধায়ক নয়, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এবার সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেন রামনবমীতে। রবিবার প্রথমে শ্রীরামপুরে বিবি দে স্ট্রিটে হনুমানজির পুজো করলেন তিনি। অঞ্জলি দিয়ে তিনি চাঁপদানির একাধিক মন্দিরে হনুমানের মূর্তিতে মালা দিয়েও পুজো করেন তিনি। সেখানেই সাংসদের মুখে শোনা যায় 'রামনাম'। এনিয়ে শুভেন্দুকে 'নন্দীগ্রামের গুন্ডা' বলে আক্রমণ করেন কল্যাণ।

রাঙা মাটির বীরভূমে অবশ্য সকাল থেকে রামনবমী উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথমে সিউড়িতে শতাব্দী রায়ের মিছিল, দুপুরে বোলপুরে তৃণমূল নেতা কাজল শেখ ত্রিশূল হাতে রাস্তায় নামলেন। শামিল হলেন মিছিলে। সকলের মুখে শোনা গেল শান্তি, সম্প্রীতির বার্তা। কাজল শেখের বক্তব্য, জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রামনবমী পূজায় অংশগ্রহণ করেছে সকলে, তিনিও ব্যতিক্রম নন। ছাব্বিশের আগে এই জেলায় বিজেপি-তৃণমূলের রাজনৈতিক লড়াই যথেষ্ট চড়া সুরে বাঁধা। তার মাঝে দু'পক্ষের রামনবমী পালন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষলোতম পর্ব)

একবার চণ্ডী তাঁকে পদাঘাত করলে তিনি তাঁর বিষদৃষ্টি হেনে চণ্ডীকে অজ্ঞান করে দেন। শেষে মনসা ও চণ্ডীর কলহে হতাশ হয়ে শিব মনসাকে পরিত্যাগ করেন।এবং মনসাকে বনবাসে দেয়া হয়। দুঃখে শিবের চোখ থেকে যে জল পড়ে সেই জলে জন্ম হয় মনসার সহচরী নেতার।পরে জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। কিন্তু চণ্ডী মনসার ফুলশয্যার রাতটিকে ব্যর্থ করে দেন। তিনি মনসাকে উপদেশ দিয়েছিলেন সাপের অলঙ্কার পরতে আর বাসরঘরে ব্যাঙ ছেড়ে রাখতে যাতে সাপেরা আকর্ষিত হয়ে তাঁর বাসরঘরে উপস্থিত হয়। এর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ধর্ম বিপ্লব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কখনও 'রাম কে নাম' তথ্য চিত্র দেখানো নিয়ে ঝামেলা, আবার কখনও রাম নবমী ঘিরে অশান্তি! বিগত কয়েক বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বারাবার ফিরে ফিরে এসেছে এই ছবি। এদিকে কয়েকদিন আগেই যাদবপুরে ইফতার পার্টির আয়োজনকে ঘিরে চাপানউতোর তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোর কথা উঠলে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ ওঠে।রবিবার সকাল থেকে টেকনলোজি ভবনের সামনেই শুরু হয়ে যায় রাম পুজো। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই পড়ুয়া নিখিল দাস বলছেন, "এটা একটা কমন প্রোগ্রাম। সকলে আসুন। প্রসাদ খেয়ে যান।" অন্যদিকে এসএফআই নেতা প্রণয় কারজি বলছেন তাঁরাও প্রস্তুত। হুঙ্কারের সুরেই বললেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করার জায়গা। সেটা রাম নবমী করার জায়গা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ যাঁরা ছড়াতে আসবে তাঁদের বিরুদ্ধে রাস্তায় বুঝে নেওয়ার জন্য এসএফআই তৈরি থাকবে।" অন্যদিকে এবিভিপি নেতা দেবাঞ্জন পাল বলছেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তো পশ্চিমবঙ্গের আলাদা নয়। যাদবপুরে যদি ইফতার পার্টি হতে পারে, সরস্বতী পুজোর মতো উৎসব ধুমধাম করে পালন করা হতে পারে তাহলে

এরপর ৫ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সুখ দুঃখে ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে ওঠে এবং একটা সময় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে । তেমনি শনিদেবের প্রতি অবিচার, অনাচার হয়েছিল আর সেই রাগে নিজেকেই, শক্তিশালী হয়ে মনের ভেতর থেকেই। তাই তিনি সবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রামনবমীতে শক্তিপ্রদর্শন বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পরিকল্পনা আর প্রত্যাশামতো রামনবমীর সকাল থেকে পথে নেমে পড়েছে গেরুয়া শিবির। সংঘের নির্দেশে বিজেপি নেতৃত্ব শক্তি প্রদর্শন শুরু করেছে। একদিকে নন্দীগ্রামে রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ছাব্বিশের আগে নতুন করে হিন্দুত্বের জিগির তুলে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।নিউটাউনের মিছিলে স্কুটিতে চড়ে নেতৃত্ব দিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। রামনবমীতে ফের সক্রিয় রূপে দেখা গেল হুগলির প্রাক্তন বিজেপি সাংসদকে। চব্বিশের নির্বাচনে হারের পর থেকে দলের কাজেও সেভাবে দেখা যাচ্ছিল না লকেটকে। মাঝেমধ্যে একাধিক আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিলেও রামনবমীতে দারুণ সক্রিয় হতে দেখা গেল। সবমিলিয়ে, রামনবমী ঘিরে গেরুয়া শিবির নতুন করে রাজনৈতিক লড়াইয়ের অক্সিজেন খুঁজল, তা বলাই যায়। শক্তি প্রদর্শনে কয়েক কদম এগিয়ে মহিলারা নেতৃত্বও। হাতে তরোয়াল নিয়ে মিছিলে নামলেন অগ্নিমিত্রা পল। নিউটাউনে স্কুটি চড়ে রামনবমীর শোভাযাত্রায় শামিল হলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। সবমিলিয়ে রামনবমীতেই ছাব্বিশের নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রচার শুরু হয়ে গেল।

বাংলায় রামমন্দিরের জিগির আগেই তুলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রামনবমী থেকে সেই কাজ শুরু হবে, তেমন কথাও শোনা গিয়েছিল তাঁর মুখে। সেইমতো রবিবার, নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করলেন বিরোধী দলনেতা। যজ্ঞ করে তিনি বলেন, "রাম আস্থার প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভাগাভাগি করা যাবে না। এখানে এখন গেরুয়া স্রোত বইছে।" হুঁশিয়ারির সুরে তাঁর আরও মন্তব্য, "রাত ১০টার মধ্যে বাংলা দখল হয়ে যাবে।" শনিবার রানাঘাট থেকেই শুভেন্দু হিন্দুদের একজোট হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন শুভেন্দু। এদিনও সেই মেরুকরণেই জোর দিলেন বিরোধী দলনেতা।

(৩ পাতার পর)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ধর্ম বিপ্লব

রাম নবমী করতে সমস্যা কোথায়?" অন্যদিকে রামনবমী পালনের জন্য আগেই এবিভিপি-র তরফে যাদবপুর থানায় অনুমতিও চেয়েছে বলে খবর।আর এই সব ক্ষেত্রে ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা। এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিয়ো পোস্ট করে এই মর্মে তোপ দেগেছিলেন সুকান্ত।

এবার রাম নবমীর অনুমতি না পাওয়াতেও সেই একই সুর একাংশের পড়ুয়াদের মধ্যে। হুঙ্কারের সুরেই তাঁরা স্পষ্ট বলেছিলেন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি না থাকলেও ক্যাম্পাসে রাম নবমীর উদযাপন হবেই। পাল্টা এসএফআই সুর চড়িয়ে বলেছিল, সাম্প্রদায়িকতার বিষ উপড়ে ফেলতে তাঁরা রাস্তায় থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় রাম নবমী পালনের জায়গা নয়। সব মিলিয়ে রাম নবমীকে কেন্দ্র করে যাদবপুরে যেন রাজনীতির ধর্মযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বিগত কয়েকদিনে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই এদিন ক্যাম্পাসে রামের পুজো করতে দেখা গেল একদল পড়ুয়াকে। এল বিগ্রহ। উড়ল 'জয় শ্রী রামের' নামাঙ্কিত গেরুয়া পতাকা। যা সাম্প্রতিক অতীতে যাদবপুরে কবে দেখা গিয়েছে মনে করতে পারছেন না কেউই।

প্রসঙ্গত, অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানো নিয়েও কার্যত খণ্ডযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ক্যাম্পাসে। বছর দু'য়েক বাদে আবারও এক যুদ্ধেরই পরিস্থিতি। যাদবপুরে রাম নবমী পালনের আবেদন জানিয়েছিলেন বেশ কিছু পড়ুয়া। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা নাকচ করে জানায় উপাচার্য না থাকায় অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই যুক্তি মানতে নারাজ এবিভিপি। এবিভিপির মিডিয়া কনভেনর পাল বলছেন, "ভিসি নেই বলে ওনারা বলছেন অনুমতি দিতে পারছেন না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, ভিসি নেই বলে কী বিশ্ববিদ্যালয় চলছে না!"

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সেক্রেটারি নির্বাচনে সেলিমের 'প্রত্যাখ্যানে' মুখ খুললেন চন্দন সেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মাদুরাইয়ে লম্বা লাইন। ২৭ বছর পর সিপিআইএমের পার্টি কংগ্রেসে হল ভোটাভুটি। শেষবার হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। তাও আবার কলকাতা। তারপর হল এই বছর। ভোটাভুটির উপলক্ষ কী? সীতারামের উত্তরসূরি খোঁজা। ২৪ তম পার্টি কংগ্রেসে এই উত্তরসূরি খুঁজতে গিয়েই রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হয়েছে সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্যদের।তবে এই প্রসঙ্গে খানিকটা ভিন্ন মত পেশ করছেন অভিনেতা চন্দন সেন। তাঁর কথায়, 'সিপিআইএম আগে মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করুক। কে সাধারণ সম্পাদক হলেন আর কে হলেন না। অন্তত পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমার তাতে কিছু যায় আসে না।' তাঁর আরও দাবি, 'আমার মনে হয় না

যদি কেউ কোনও প্রদেশ থেকে সাধারণ সম্পাদক হন, তাতে সেই প্রদেশের লাভ হয়। এর আগে সীতারাম ইয়েচুরি বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বাংলার যে খুব একটা সুবিধা হয়েছে এমনটা নয়। কিন্তু তার একটা সারা ভারতজুড়ে গ্রহণযোগ্যতা ছিল।'অবশেষে, অনেক ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তুলে আনা হয়েছে মারিয়াম আলেকজান্ডার বেবিকে।

তিনি পলিটব্যুরো সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ষীয়ান। আবার সংখ্যালঘু মুখ। সাধারণ সম্পাদকের দৌড়ে বেবির পায়ের ছাপ থাকলেও জানা গিয়েছে, একই ভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য সদস্যদের নজরে ছিলেন মহম্মদ সেলিমও। বেবির পরিবর্তে তাঁকে অনেকেই চেয়েছিলেন সীতারামের উত্তরসূরি রূপে। সূত্রে খবর, অন্য সদস্যরা চাইলেও, নিজেকে কেন্দ্রীয় মঞ্চে আপাতত 'চাননি' সেলিম। তাই পদপ্রার্থীর লাইন থেকেই সরেই আসেন তিনি। ফিরিয়ে দেন প্রস্তাব।

বাংলায় ধুঁকছে বামেরা। সংগঠনে বাড়ছে দুর্বলতা। এমতাবস্থায়, নতুন ভূমিকায় সেলিম গেলে কিছু বাড়তি 'অক্সিজেন' পেত রাজ্য বাম, মত ওয়াকিবহাল মহলের। কিন্তু সেই প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিয়েছেন সেলিম। যেমন ভাবে সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্তে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রীত্ব পদের প্রস্তাব। ইতিহাস মনে করিয়ে কার্যত একই রকম কাণ্ড ঘটালেন সেলিমও। ফলত বামেদের ভরকেন্দ্র আবারও ঝুঁকে গেল দক্ষিণের দিকে।

সেলিমের এমন সিদ্ধান্তে কিন্তু 'মনকষ্ট' পায়নি 'বাম ঘেঁষা' সেলেবরা। বরং দলের সিদ্ধান্তকেই একক ভাবে মান্যতা দিয়েছেন তাঁরা। যেমন অভিনেতা দেবদূত ঘোষ জানাচ্ছেন, 'দল সমষ্টিগত সিদ্ধান্তে চলে। একক সিদ্ধান্তে নয়। তাই যা চূড়ান্ত তা-ই মানতে রাজি।' অন্যদিকে, বাদশা মৈত্রের দাবি, 'বাংলায় অবস্থা বেশ জটিল। তাই মহম্মদ সেলিমের এখানে থাকাটাই এখন বেশি জরুরি।'

তবে এই প্রসঙ্গে খানিকটা ভিন্ন মত পেশ করছেন অভিনেতা চন্দন সেন। তাঁর কথায়, 'সিপিআইএম আগে মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করুক। কে সাধারণ সম্পাদক হলেন আর কে হলেন না। অন্তত পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমার তাতে কিছু যায় আসে না।' তাঁর আরও দাবি, 'আমার মনে হয় না যদি কেউ কোনও প্রদেশ থেকে সাধারণ সম্পাদক হন, তাতে সেই প্রদেশের লাভ হয়। এর আগে সীতারাম ইয়েচুরি বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বাংলার যে খুব একটা সুবিধা হয়েছে এমনটা নয়। কিন্তু তার একটা সারা ভারতজুড়ে গ্রহণযোগ্যতা ছিল।'

লেবানন ও সিরিয়াকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে ইসরায়েল: আরব লীগ মহাসচিব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল গেইত শনিবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সিরিয়া ও লেবাননে সামরিক উস্কানির মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা তৈরির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেছেন, এসব পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি "স্পষ্ট অবজ্ঞার" পরিচায়ক।

সৌদি প্রেস এজেন্সির মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা ইসরায়েলকে আরও সাহসী করে তুলেছে।

তিনি আরও বলেন, "ইসরায়েল যে যুদ্ধগুলো পরিচালনা করছে—অধিকৃত ফিলিস্তিন অঞ্চল, লেবানন এবং সিরিয়ায়—তা এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এটি এখন সম্পূর্ণ বেপরোয়া রূপ ধারণ করেছে, যেখানে স্বাক্ষরিত চুক্তি লঙ্ঘন, অন্য দেশে অনুপ্রবেশ এবং বেসামরিক মানুষ হত্যা

করা হচ্ছে।"

লেবাননে ইসরায়েলের লক্ষ্যভিত্তিক হত্যা অভিযান পুনরায় শুরু করাকে তিনি গত বছরের শেষের দিকে স্বাক্ষরিত অস্ত্রবিরতি চুক্তির চরম লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং একে তিনি "অসম্ভব ও নিন্দনীয়" বলে আখ্যায়িত করেন।

আবুল গেইত বলেন, "ইসরায়েলের যুদ্ধযন্ত্র থামতে চায় না, যতক্ষণ না দেশটির নেতারা তাদের অভ্যন্তরীণ সংকট বিদেশে রপ্তানি করে সমাধান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তবতা এখন সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ইসরায়েলের পাল্টা অভিযানে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ৫০,০০০-এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং ১,১৩,২০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে।

লেবাননে যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধে ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত ৩,৯৬১ জন নিহত এবং ১৬,৫২০ জন আহত হয়েছে।

সিরিয়ার নতুন সরকার ৩ এপ্রিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি "মারাত্মক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অভিযান" চালানোর অভিযোগ তোলে, যেখানে বিমান হামলা, একটি বিমানবন্দরে হামলা এবং দক্ষিণ দারা প্রদেশে স্থল অভিযানে ১৩ জন নিহত হয়।

সিনেমার খবর

নতুন পরিচয় নিয়ে ফিরছেন হৃতিক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

হৃত্বিক রোশন

সব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে কাজ শুরু হতে চলেছে ভারতের হিন্দি সিনেমার অভিনেতা হৃত্বিক রোশনের সিনেমা 'কৃশ ৪' এর; অভিনয়ের পাশাপাশি এই সিনেমা দিয়ে পরিচালক হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে নায়কের।

সুপারহিরো-অ্যাকশন ফ্রাঞ্জাইজির এই সিনেমাটির আগের পর্বগুলো পরিচালনা করেছিলেন রাকেশ। এবারের সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করবেন হৃত্বিকের বাবা পরিচালক প্রযোজক রাকেশ রোশন ও যশরাজ ফিল্মসের আদিত্য চোপড়া।

গত কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছিল 'কৃশ ৪' আসছে। কিন্তু কাজ বারবার পিছিয়েছে। রাকেশ সিনেমার জন্য বাজেট ধরেছেন ৭০০ কোটি রুপি। তাতেই নাকি বেঁকে বসেন প্রযোজকেরা। কোনো প্রযোজনা সংস্থা বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করতে এবং এত বড় ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। 'কৃশ' ফ্র্যাঞ্চাইজির সূচনা ২০০৩ সালে। প্রথমটি সাড়া তোলা সিনেমা 'কোই মিল গ্যায়া'; এরপর ২০০৬ সালে 'কৃশ' ও ২০১৩ সালে আসে 'কৃশ ৩'। তিনটি সিনেমাই বক্স অফিসকে সন্তুষ্ট করেছে।

রাকেশ বলেন, "আমি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব হৃত্বিকের হাতে তুলে দিয়েছি। ২২ বছর সামলেছি। এমন সব সময়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্ব নিতে আমার ছেলে উৎসাহ দিয়েছে আমাকে। নতুন সময়ের দর্শকদের রুচি নিয়ে তার ধারণা আছে। সে পরিচালকের চেয়ারে বসতে যাচ্ছে, এটা আমাদের পরিবারের জন্য অনেক বড় ঘটনা এবং আনন্দেরও।"

রাকেশ মনে করছেন, যশরাজ ফিল্মস প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হওয়ায় এবার 'কৃষ ৪' আরও বড় পরিসরে যাবে। তিনি বলেন, "হৃতিক আর আদিত্য নির্মাতা ও প্রযোজক হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছে, যা অনেক বড় কিছুর স্বপ্ন দেখায়।"

এই পরিচালকের ভাষ্য, "কৃশ ৪ এর মাধ্যমে এমন কিছু হতে চলছে যা আগে বলিউডে হয়নি। আশা করি সিনেমাটি দর্শকদের ভালো কিছু অভিজ্ঞতার যোগান দেবে।"

তবে এ বছর নয়, 'কৃশ ৪' সিনেমার শুটিং গড়াতে সময় লাগবে আগামী বছর নাগাদ। সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি নির্মাতা টিম।

মনে হয়েছিল সব শেষ; কেন বললেন সারা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেতা সাইফের উপর হামলার খবর মধ্যরাতে পান বড় মেয়ে সারা আলি খান। সেই মুহূর্তে ঠিক কী করা উচিত বুঝে ওঠার আগেই একের পর এক ফোন। আসতে থাকে নানা আপডেট। এমন রাত আগে কখনও আসেনি তার জীবনে।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে বাবার উপর হামলার দিনের ঘটনা বর্ণনা করেন সারা। হামলার পরের দিন সকালেই হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। কয়েকটা দিন যে কতটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে সারার, সে কথাও জানান।

সাক্ষাৎকারে সারা বলেন, 'আমি ভেঙে পড়েছিলাম। সত্যি বলতে আর কিছু মনে পড়ছে না। এতটাই ভয় পেয়েছিলাম যে পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। বাবাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ওই ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময়টা গোটা জীবনের মতো মনে হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে হাসপাতাল থেকে আপডেট পেয়ে স্বস্তি পাই।'

বাবাকে যে দিন হাসপাতাল থেকে হাসি মুখে বেরিয়ে আসতে দেখেন, সেই দিন খানিক স্বস্তি পেয়েছিলেন সারা। সারা আরও বলেন, 'তিনি ঠিক এমনই। এটাই তার স্বভাব এবং চার সন্তানের বাবা হিসেবে তাকে দেখাতেই হতো যে তিনি একদম ঠিক আছেন। বাবা সবসময়ই একজন ফাইটার। কখনও হাল ছাড়েন না। তাই বাবা হিসেবে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন সব ঠিক আছে। আমিও এটা বাবার থেকেই শিখেছি।'

চাপের মধ্যেও সাইফ জানেন কীভাবে নিজেকে শান্ত রাখতে হয়। তাই সারার কথায়, 'আতঙ্কের পরিস্থিতিতে বাবা অন্যদের তুলনায় অনেক ভালো। আমি তো প্রথমেই আতঙ্কিত হয়ে যাই। কাঁদতে থাকি।'

প্রসঙ্গত, গত ১৬ জানুয়ারি মধ্যরাতে সাইফ আলি খানের মুম্বইয়ের বাড়িতে ঢুকে পড়ে এক দুষ্কৃতী। একের পর এক ছুরিকাঘাত করেন অভিনেতাকে। মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় তাকে।

বক্স অফিসে ধাক্কা খেল 'সিকান্দার', মুক্তির আগেই পাইরেসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের ভাইজান সালমান খান 'সিকান্দার'-এর প্রথম ঝলকেই দর্শকমহলে সাড়া ফেলেছিলেন। দ্বিতীয় ঝলকে তিনি যেন আরও বিধ্বংসী। বলিউডের অ্যাকশনধর্মী ছবিতে লড়াইয়ের দৃশ্যে তার জুড়ি মেলা ভার। এই ছবিতেও সেই একই মেজাজে হাজির হয়েছেন ভাইজান।

আজ মুক্তি পেয়েছে সালমান খানের মেগা রিলিজ 'সিকান্দার'। ঈদের জন্য শুক্রবারের পরিবর্তে এই বিশেষ দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুক্তির মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই বড় ধাক্কা খেল 'সিকান্দার' টিম।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একাধিক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ফাঁস হয়ে গেছে সিনেমাটি। এই মেগা বাজেট সিনেমা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছিল ভক্তদের মধ্যে। অগ্রিম বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও নতুন রেকর্ড গড়েছিল 'সিকান্দার'।

ছবিটি মুক্তির আগে 'তামিলরকারস', 'মুভিরুলজ', 'ফিল্মিজিলা' এবং টেলিগ্রামের একাধিক গ্রুপে ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। তবে এখনও পর্যন্ত 'সিকান্দার' টিমের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি।

এর আগে অনেক বলিউড ছবিই পাইরেসির শিকার হয়েছিল, তবে 'সিকান্দার'-এর মতো একটি মেগা বাজেট সিনেমার ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশ উদ্বেগজনক।

দীর্ঘ বিরতির পর 'গজিনি' খ্যাত এআর মুরুগাদোস পরিচালিত সিনেমায় বড় পর্দায় ফিরছেন বলিউডের ভাইজান। ছবি মুক্তির আগেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন সালমান খান। তিনি জানিয়েছিলেন, 'সিকান্দার' ২০০ কোটির বেশি ব্যবসা করবে বলে তিনি আশাবাদী।

এই ছবিতে সালমানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানা।

দুঃসংবাদ পেল বার্সেলোনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বার্সেলোনার স্প্যানিশ উইঙ্গার দানি ওলমো চোটের কারণে অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন। স্পেন ও ইউরোপিয় ক্লাব ফুটবলের ব্যস্ত সূচির কারণে কাতালান ক্লাবটি চরম বিরক্ত। আগামী ২৫ দিনে তাদের ৯টি ম্যাচ খেলতে হবে। এরই মাঝে ওলমোর ইনজুরি কাতালানদের জন্য বড় ধাক্কা হয়েই এসেছে।

আজ (শুক্রবার) এক বিবৃতিতে ২৬ বছর বয়সী এই তারকার চোটের কথা নিশ্চিত করেছে বার্সা। গতকাল ওসাসুনার বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচেই ওলমোট চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার করে জানা গেছে, ডান পায়ের অ্যাডাক্টর (উরুর) পেশিতে চোট পেয়েছেন তিনি। যা থেকে তার সেরে উঠতে অন্তত তিন সপ্তাহ লাগবে। যা মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের জন্য দুশ্চিন্তার বড় কারণ!

লা লিগায় গতকাল বার্সেলোনা ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ওসাসুনাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের পক্ষে প্রথমার্ধে ফেরান তোরেস প্রথম গোল করেন, পরবর্তীতে সফল স্পট কিকে পেনাল্টিতে ব্যবধান বাড়ান ওলমো। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে কাতালানদের বড় জয় নিশ্চিত করেন রবার্ট লেভানদেভস্কি। যদিও স্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি বার্সা। কারণ গোল করার মিনিট সাতেক পরই চোট নিয়ে উঠে যেতে হয় ওলমোকে। যা তাকে সবমিলিয়ে অন্তত ৫টি ম্যাচের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে দিয়েছে।

ওলমো মাঠে ফেরার আগে বার্সেলোনা লা লিগায় তিনটি এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টারের প্রথম লেগ খেলার কথা রয়েছে। যেখানে ৯ এপ্রিল তাদের প্রতিপক্ষ জার্মান ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। এমনকি তাদের বিপক্ষে ১৫ এপ্রিল ফিরতি লেগেও ওলমোকে পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। এ ছাড়া স্প্যানিশ এই উইঙ্গার কোপা দেল রের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে থাকবেন দর্শক সারিতে।

পাঞ্জাবকে বড় ব্যবধানে হারালো রাজস্থান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবারের আইপিএলে তৃতীয় ম্যাচে এসে হারের দেখা পেল পাঞ্জাব কিংস। শনিবার রাতে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে তারা ৫০ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে তারা।

শনিবার মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবিন্দ্র সিং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৫ রান তোলে রাজস্থান রয়্যালস। জবাবে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রানে থেমে যায় পাঞ্জাবের ইনিংস।

জয়ের জন্য ২০৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ইম্প্যাক্ট ব্যাটার প্রিয়ানশ আরিয়ার উইকেট হারায় কোনো রান না তুলেই। পাঞ্জাবের বিপর্যয় সেখানে শুরু। প্রাবশিরাম সিং আউট হন ১৭ রান করে। অধিনায়ক শ্রেয়াশ আয়ার আউট হন ১০ রান করে। ১ রান করে বিদায় নেন মার্কাস স্টয়নিস। শুধুমাত্র নেহাল ওয়াধেরা ৪১ বলে সর্বোচ্চ ৬২ রান করেন। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল করেন ৩০ রান। শশাঙ্ক সিং অপরাজিত থাকেন ১০ রান করে। শেষ পর্যন্ত ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান তুলতে সক্ষম হয় পাঞ্জাব। ২৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন রাজস্থানের পেসার জোফরা আরচার।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ২০৫ রান করে রাজস্থান। ওপেনার জসস্বি জয়সওয়াল করেন ৪৫ বলে ৬৭ রান। ৪৩ রান করেন রায়ান পরাগ এবং ৩৮ রান করেন সাঞ্জু স্যামসন।

দ্রাবিড় আইপিএলে কোচিং করছেন হুইলচেয়ারে বসে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দীর্ঘ দিন পর আইপিএলে কোচিং করাচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়। তবে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে কোচিংয়ের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি তার। আইপিএল শুরু হওয়ার আগে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে পায়ে চোট পান তিনি। সেই চোট এখনও সেরে উঠেনি, তাই হুইলচেয়ারে বসেই কোচিং করাচ্ছেন।

রাজস্থানের আইপিএল প্রস্তুতি শুরু হওয়ার পর থেকে ক্রাচে ভর দিয়ে অথবা হুইলচেয়ারে বসে হাজির হতে দেখা গেছে দ্রাবিড়কে। এখনও ক্রাচের ভরসা ছাড়তে পারেননি তিনি।

চেন্নাই ম্যাচের আগে সাংবাদ সম্মেলনে এসে বলেছেন, "ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছি। সবাই আমার পাশে আছে। দুর্ভাগ্যবশত এই বয়সে ক্রিকেট খেলার ভাবনাটা ভালো ছিল না। তবে ঠিক আছে, এমনটা হতেই পারে।"

আইপিএলে রাজস্থানের শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম দুটি ম্যাচেই হেরে গেছে তারা। আজ খেলবে চেন্নাইয়ের বিপক্ষে। তবে এখনই চিন্তা করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলে জানিয়েছেন দ্রাবিড়।

তিনি বলেন, "মাত্রই প্রতিযোগিতা শুরু হল। অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে। হায়দরাবাদের বিপক্ষে বাড়তি ২৫-৩০ রান দিয়ে ফেলেছিলাম। কলকাতার বিপক্ষে আরও ২৫-৩০ রান করা উচিত ছিল। তবে পরিস্থিতি বদলে দেওয়ার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।"

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR